

ফর্ম নং জে (২)

কলকাতা উচ্চ আদালতে

সিভিল আপীল এখতিয়ার

আপীল পক্ষের

বর্তমান:

মাননীয় বিচারপতি দেবাংশু বসাক

এবং

মাননীয় বিচারপতি মো. শব্বর রশিদী

২০১৫ সালের এফ. এম. এ ৪৭১৬

বেঙ্গল ফডার মিলস প্রাইভেট লিমিটেড

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

আপিলকারীর জন্য: মিঃ আর এন চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট

মিসেস অমৃতা দে, অ্যাডভোকেট

রাজ্যের জন্য: মিঃ তপন কে. মুখার্জী, সিনিয়র অ্যাডভোকেট

মিসেস তুলি সিনহা, অ্যাডভোকেট

বরানগর পৌরসভার জন্য

জনাব অরিজিৎ দে, অ্যাডভোকেট

উত্তরদাতাদের জন্য নং ৮ থেকে ১৮

: জনাব দেবপ্রিয় মজুমদার, অ্যাডভোকেট

মিসেস জোনাকি খান

শুনানি চলছে

: ১৯.১২.২০২৩

উপর রায়

: ১৯.১২.২০২৩

বিচারপতি দেবাংশু বসাক:-

১. ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখের একটি আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে

২০১৩ সালের ডবলুপি ৩৩৪৩৩ (ডবলু) এ বিজ্ঞ একক বিচারক দ্বারা পাস করা হয়েছে।

২। বিরোধিত আদেশ দ্বারা, বিজ্ঞ একক বিচারক লোকালয়ে অবৈধ নির্মাণ ছিল বলে একটি অনুসন্ধান ফিরিয়ে দেন। তবে বিজ্ঞ বিচারক দেখতে পান যে, এ ধরনের অবৈধ নির্মাণ কোনো ব্যক্তির জীবন ও সম্পদের জন্য কোনো হুমকি সৃষ্টি করছে না, তাই অবৈধ নির্মাণ ভাঙার প্রয়োজন নেই।

৩। এ ধরনের ফলাফলে ক্ষুব্ধ হয় রিট আবেদনকারী আপিলকারী হিসেবে আমাদের কাছে আসেন।

৪। আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত থাকা বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে, অবৈধ নির্মাণের অস্তিত্বের সত্যতা কেবল অপ্রমাণিত আদেশেই নয় বরং পূর্বের কার্যধারার বিষয়ে আদালতে উপলব্ধ সামগ্রী থেকেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি দাখিল করেন যে, মামলার প্রাথমিক রাউন্ডে, ডিভিশন বেঞ্চ পৌর কর্তৃপক্ষকে লোকালয়ে অবৈধ নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য নির্দেশ দেয় যার ফলে, বরানগর পৌরসভার কাউন্সিলর বোর্ড ২৮শে জুন, ২০১৩ তারিখে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে সেখানে ছিল লোকালয়ে অবৈধ নির্মাণ। এ ধরনের পৌরসভা তা ভাঙার নির্দেশ দেয়। পৌরসভা তার ধ্বংসের আদেশ কার্যকর করেনি। ফলস্বরূপ, আপীলকারী রিট পিটিশনকারী হিসাবে রিট আদালতের দ্বারস্থ হন যেখানে বাতিল আদেশটি গৃহীত হয়।

৫। আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী এই তথ্য দাখিল করেন যে অবৈধ নির্মাণ ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন বিতর্কের উর্ধ্ব। পৌরসভা অন্যায়াভাবে ভাঙার খরচ নিয়ে একটি ইস্যু উত্থাপন করেছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৯৩ ধারা ২০৪ক এছাড়াও ধারা ২২৩ (৪) এবং (৫) এর বিধানের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন

তিনি দাখিল করেন যে, নির্মাণের খরচ দায়ী ব্যক্তির কাছ থেকে আদায় করা উচিত যিনি এখানে ব্যক্তিগত উত্তরদাতা।

৬। মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে, রিট পিটিশনকারী মূলত ২৮শে জুন, ২০১৩ তারিখে গৃহীত পৌরসভার একটি প্রস্তাবের বাস্তবায়ন চাইছেন। তিনি এই জাতীয় প্রস্তাবের উল্লেখ করেন এবং দাখিল করেন যে, আপীলকারীকে অননুমোদিত নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আপিলকারী একইভাবে ভেঙে দেননি। আপীলকারী কেন এটি ধ্বংস করার অবস্থানে নেই সে বিষয়ে মামলা করেননি। তিনি ১৯৯৩ সালের আইনের বিভিন্ন বিধানের উল্লেখ করে দাখিল করেন, বিশেষ করে এর ধারা ২১৮ যে, সম্পত্তির মালিককে এটি ধ্বংস করতে হবে। ভাঙার খরচ মালিককে দিতে হবে। তিনি দাবি করেন, যে আপিলকারী নিজেকে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিক দাবি করেন, তার উচিত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা এবং বিকল্প হিসেবে ভাঙার খরচ জমা দেওয়া।

৭। বিজ্ঞ আইনজীবী প্রাইভেট বিবাদীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে দাবী করেন যে, লোকালয়ে কোন অবৈধ নির্মাণ নেই। তিনি দাখিল করেন যে, পৌরসভার কাউন্সিলর বোর্ডের প্রস্তাবে ২৮ জুন, ২০১৩ গৃহীত হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে, এই ধরনের অবৈধ নির্মাণগুলি জরাজীর্ণ হয়ে যাওয়ায় ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, তিনি দাখিল করেন যে, আপীলকারী আর সম্পত্তির মালিক বলে দাবি করতে পারবেন না। তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি উল্লেখ করেন এবং জমা দেন

যে, সম্পত্তির মালিকানা সংশ্লিষ্টদের কাছে ন্যস্ত অবস্থা।

৮। প্রাইভেট উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতারা অর্থনৈতিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে দোকান ঘর চালিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছেন। তাদের জীবিকা হুমকির মুখে পড়েছে। আপীলকারী মূলত একজন ল্যান্ড হাঙ্গার যিনি ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের উচ্ছেদ করে নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দখল করতে চলেছেন। ইভেন্টগুলিতে, লোকালয়ে উপলব্ধ নির্মাণগুলি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয় তবে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের জীবিকা কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, তাদের প্রজাশ্বত্বও শেষ হয়ে যাবে।

৯। প্রাইভেট উত্তরদাতাদের জন্য বিদগ্ধ আইনজীবী বিরোধিত আদেশের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি দাখিল করেন যে, যেহেতু তথাকথিত অননুমোদিত নির্মাণ থেকে জীবন ও সম্পদের কোনো হুমকি নেই, তাই এটি ভেঙে ফেলার নির্দেশনা ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের জন্য কঠোর এবং বোঝা হবে।

১০। আমরা দলগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধ বিবেচনা করেছি এবং উপকরণ রেকর্ডে উপলব্ধ করা হয়েছে।

১১। আপিলটি দ্বিতীয় দফা মামলার বিচারে বিজ্ঞ একক বিচারকের দেওয়া আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়। রিট পিটিশনটি ২৮ জুন, ২০১৩ তারিখে বরানগর পৌরসভার কাউন্সিলর বোর্ড কর্তৃক গৃহীত একটি আদেশের অননুমোদিত নির্মাণ এবং বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে আর্ভিত হয়। এর আগে, একটি মামলার পূর্ববর্তী রাউন্ড ছিল যেখানে আপীলকারী রিট আদালতে অভিযোগ করে

অননুমোদিত নির্মাণের। অননুমোদিত নির্মাণ অপসারণের বিষয়ে পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে যথাযথ পর্যায়ে নয়। আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল আদালত অবৈধ নির্মাণের বিষয়টি পৌরসভার যথাযথ কর্তৃপক্ষকে পরিদর্শন করার নির্দেশ দেন। কাউন্সিলর পর্যায়ে পৌরসভা তা করেছে এবং ২৮ জুন, ২০১৩ তারিখে একটি প্রস্তাবে গৃহীত হয়েছে যেখানে তারা দেখেছে যে লোকালয়ে অবৈধ নির্মাণ রয়েছে। প্রস্তাবে আপিলকারীকে অননুমোদিত নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১২। পৌরসভা এ ধরনের প্রস্তাবে বাস্তবায়ন করছে না অভিযোগ করে রিট পিটিশন দাখিল করা হয়, যাতে ওই আদেশ অমান্য করা হয়।

১৩। অসম্মানিত আদেশে, বিজ্ঞ বিচারক বলেছেন যে অননুমোদিত নির্মাণ ছিল কিন্তু এই ধরনের অবৈধ নির্মাণ জীবন ও সম্পদের জন্য হুমকি নয় বলে এটি ভাঙার নির্দেশ দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন।

১৪। সম্মানের সাথে, যে কোনও অননুমোদিত নির্মাণ জীবন ও সম্পদের জন্য হুমকি নয় এই ভিত্তিতে ধরে রাখার অনুমতি দেওয়া যাবে না। অননুমোদিত বা বেআইনি কোনো নির্মাণের অন্তর্নিহিত, জীবন বা সম্পত্তি বা উভয়ের জন্য হুমকি কারণ এটি বিধিবদ্ধ বিধান বা এর নির্মাণ নিয়ন্ত্রণকারী বিধান অনুসারে নির্মিত হয়নি। যে কোনো ঘটনায় জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের বিধান রাখা হয়েছে, অননুমোদিত নির্মাণ ধরে রাখা যাবে না। অননুমোদিত নির্মাণ অপসারণের নির্দেশনার জন্য পরীক্ষা।

এটি জীবন এবং সম্পত্তি বা তাদের যেকোনটির জন্য হুমকি কিনা তা নয় তবে এই ধরনের নির্মাণ কোনও আইন বা নিয়ম বা প্রবিধান লঙ্ঘন করেছে কিনা একই।

১৫। একটি বেআইনি এবং অননুমোদিত নির্মাণের অস্তিত্বের সত্যতা, যে বিষয়গুলি স্থির করা বাকি আছে তা হল কে অপসারণ করবে এবং কার খরচে। ১৯৯৩ সালের আইনের বিভিন্ন বিধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধের সমর্থনে স্থাপন করা হয়েছিল। আমরা ধারা ২২৩ (৪) এবং (৫) থেকে দেখতে পাই যে একটি অননুমোদিত নির্মাণ মালিক বা এর দায়িত্বশীল ব্যক্তি দ্বারা হয় খরচ এবং খরচে অপসারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ অননুমোদিত নির্মাণ ভেঙে দেননি। দখলদাররা তা করছে না।

১৬। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, পৌরসভা তারিখ থেকে ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে বিশেষভাবে লোকালয়ে অননুমোদিত নির্মাণ ভেঙে ফেলার জন্য অগ্রসর হবে। ১৯৯৩ সালের আইনের ধারা ২২৩ (৪) এবং (৫) এর বিধান অনুসারে পৌরসভা এই ধরনের ধ্বংসের খরচ এবং খরচ পুনরুদ্ধার করতে স্বাধীন।

১৭। আপীলকারীর মালিকানা এবং ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের প্রজাঙ্ঘের দিক রয়েছে। রিট আদালত হিসেবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিক কে তা নিয়ে আমাদের মাঠে নামতে হবে না। পৌরসভার বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা যে তার এখতিয়ারের মধ্যে কোন অবৈধ নির্মাণ নেই।

১৮। অননুমোদিত নির্মাণ ভেঙে, আমরা তাড়াহুড়া করে যোগ করছি ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের ভাড়াটিয়া মুছে ফেলবে না। তাদের ভাড়াটে

একই শাসনকারী যথাযথ আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। আমরা কোন এই বিষয়ে মন্তব্য করব না।

১৯। আমরা স্পষ্ট করছি যে অননুমোদিত নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া আমাদের আদেশটি মালিকানা এবং / অথবা ভাড়াটে সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধের উপর কথা বলা বা বিদ্যমান কোনো ভাড়াটি নির্বাপিত করা বা লোকালয়ে কোনো উদ্বিগ্ন ভাড়াটিয়া তৈরি করা বলে বোঝানো হবে না।

২০। ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে বিরোধিতা রায় এবং আদেশ নির্ধারণ খারিজ করা হয়েছে।

২১। ২০১৫ সাল এর এফ এম এ ৪৭১৬ কোন আদেশ ছাড়াই সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয় খরচ হিসাবে।

২২। আমি রাজী।

(বিচারপতি দেবাংশু বসাক)

(বিচারপতি মো. শব্বর রশিদী)

(সিএইচসি/এডি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রাইটি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রাইয়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।